সুরেন্দ্রের কারাবাস

বিবরণ।

সংবাদপত্র সকল হইতে সংগৃহীত।

ঢাকা—আর্য্যযন্ত্র।

প্রকাশক শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র রায়

প্রিণ্টার শ্রীদক্ষিণাকুমার বলাধিকারী। কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সন১২৯০ সন তারিখ ১২ জ্যৈষ্ঠ।

ইং ১৮৮৩ সাল ২৫ মে।

মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

সুরেন্দ্র কে? কারাবাসী। তিনি কি জন্য? সুরেন্দ্র কারাবাস" গ্রন্থ খানা যাহার হাতে পড়িবে, স্বতঃই তাহার মনে এই প্রশ্নের উদয় হইবে ভারত বাসী হিন্দু সন্তানকে প্রশ্ন কর, উত্তর পাইবে,, সুরেন্দ্র সর্গ রাজ্যের রাজা দেব মুনি শ্রেষ্ঠ! আমাদের সুরেন্দ্র সেই সুরেন্দ্র না। তবে তিনি কে? পুন্যবান সুরেন্দ্র—পবিত্র সমস্ত নরমুনিরশ্রেষ্ঠ। কি কার্য্য করিয়া তিনি এইরূপ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিলেন, আমাদের এই সং গৃহিত ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহাই প্রতি পাদ্য

সুরেন্দ্র বাবু বঙ্গের না, সমস্ত ভারতের পূর্ণচন্দ্র স্বরূপ। যেমন পুর্ণচন্দ্রের উদয়ে তামসীর ঘোর অন্ধকার দূর হইয়া যায়। বৃক্ষ, লতা, তরঙ্গিণী বন, উপবন, সমস্ত জীব জন্তু সম্বলিত জগৎ যেন তাহার কিরণস্পর্শে হাসি হাসিয়া নৃত্য করিতে থাকে আইজ আমাদের সুরেন্দ্রের উদয়ে ও গুণে সমস্ত ভারতের সেই অ-বস্থা ঘটিয়াছে। পাঠক বলিতে পারেন, বিজ্ঞাপন লেখক উন্মত্ত পাগল; অথবা জাতীয় জীবন বিহীন নিকৃষ্ট মনা। নতুবা সু-রেন্দ্রের কারাবাস, ভারত প্রফুল্ল; কেন? ভাবিয়া দেখ, উত্তর পাইবে, কেন। ১

সুরেন্দ্র ভারতবর্ষের গৌরব রত্ন। ১

ভারতবর্ষের তিন চতুর্থ লোক নিরক্ষর। অবশিষ্ট একচতুর্থের অর্দ্ধাংশ মাত্র সামান্য লেখা পড়া জানে। দেশের ও জাতীয় উন্নতির মূল সংবাদ পত্রের সহিত অধিকাংশ লেখা. পড়া জানতদার লোকের কোন সম্বন্ধ নাই বলিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি দোষে দুসিত না হইতে পারে। দেশীয় সংবাদপত্রে ক্রমিক সুরেন্দ্র বাবুর জীবনি ও গুণরাশি বাহুল্য রূপে ব র্ণিত

হইয়াছে। কিন্তু অনেকেই তাহা নয়ন গোচর করেন নাই। ঢাকা নগরের সর্ব্বসাধারণ অধিবাসীই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। ঢাকা নগরে প্রায় ৫০। ৬০ হাজার লোকের আবাস ভূমি, তন্মধ্যে মাত্র কতিপয় স্কুলের বালক মাত্র সুরেন্দ্র শোকে শোকচিহ্ন ধারণ করিয়া সজাতীর গৌরব রক্ষা করিয়াছে।

১। চন্দ্রকে রাহুগ্রস্ত দেখিয়া জন সাধারণের মনে যেরূপ ভাব হয়। আইজ সুরেন্দ্রকে কারাগৃহের অভ্যান্তরে আবদ্ধ দেখিয়া ভারতবাসীর মনে সেইরূপ ভাবের উদয় হইয়াছে।

যদি সুরেন্দ্র কে সকলে জানিত ও দেখিত তবে বঙ্গীয় কি ভদ্র, কি অভদ্র, কি বালক, কি বালিকা কি যুবক, কি যুবতী. সকলেই শোক চিহ্ন, ধারণ করিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিত। যাঁহারা সংবাদপত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা ভিন্নএকাল পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রকে ভালরূপ স্বদেশ হিতৈষী ও পরম বন্ধু বলিয়া জানিতে ও চিনিতে পারেন নাই, সুরেন্দ্র বাবুকে জানান আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য অতএব আমি অতি সযত্নে বঙ্গবাসী ও সাধারণী প্রভৃতি সংবাদ পত্র হইতে সুরেন্দ্রের বিষয় উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিলাম ইহার এক এক খানা পুস্তক বঙ্গবাসীর প্রতিঘরে ঘরে রাখা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এই পুস্তকে ২ সপ্তাহের বিবরণ লিখিত হইয়াছে পাঠক গণ পুস্তক খানা সাদরে গ্রহণ করিলে তদুৎসাহে অন্যান্য সপ্তাহের সুরেন্দ্র বৃত্তান্ত চুরান্ত নিষ্পত্য পর্য্যন্ত পুস্তকাকারে দ্বিতীয় ভাগে মুদ্রিত করিব।

নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের প্রতি, মহামান্য হাইকোর্ট যে হঠাৎ কারাদণ্ড বিধান করিয়াছেন, তাহা সুবিচারের কার্য্য হইয়াছে কি না ? এবিষয় লইয়া এখন সকলেই সর্ব্বদা আন্দোলন করিতেছেন। এটী গুরুতর আন্দোলনের বিষয় ও বটে। যাহাঁরা নিয়মিত মতে সংবাদ পত্র পাঠ করেন, তাঁহারাই সংসারের সকল খবরের সহিত এবিষয়েরও অনেক সংবাদ অবগত আছেন, কিন্তু এদেশের সর্ব্বসাধারণে, এখনও নিয়মিত মতে সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন না, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামে সংবাদ পত্রের তত প্রচার নাই, এজন্য সর্ব্ব সাধারণের অবশ্যজ্ঞাতব্য সুরেন্দ্রবাবুর শোচনীয় কারাবাসবৃত্তান্ত সকল সংবাদ পত্রাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া প্রচার করিলাম। হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি দেশীয় সর্ব্বসাধারণেরই বিধিমত এবিষয়ে ও বিশেষ মনোযোগ বিধান করা একান্ত কর্ত্তব্য ।

যে দেশে প্রজাসভার মত লইয়া রাজাকে চলিতে হয়, সে দেশের সর্ব্বসাধারণ লোক অপেক্ষা, সর্ব্বশক্তিমান রাজার অধিনস্থ প্রজা গণের প্রত্যেকেরই রাজক্ষমতার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখা নিতান্ত উচিত। কারণ, সর্ব্বশক্তিমান রাজা, কোন্২ কার্য্যে প্রজার কিরূপ ভাল বা মন্দ করিতেছেন, পক্ষপাত বা অপক্ষপাত করিতেছেন, সে সকল বিষয়ে প্রজার সম্যক্ দৃষ্টি ও জ্ঞান না থাকিলে. পদে২ বিপদ ঘটিয়া থাকে। এদেশে প্রজার সুখ সৌভাগ্য বিষয়ে দেশীয় সর্ব্ব সাধারণের প্রায় কোনও প্রকার মত দিবার ক্ষমতা নাই। রাজা, বা রাজকর্ম্মচারিরা বিষয়বিশেষ যাহা ইচ্ছা, প্রায় তাহাই করিয়া বসিতে পারেন। এজন্য অনেক সময়েই দুরাশয় রাজকর্ম্মচারী বিশেষের নানারূপ অত্যাচার অবিচার সকল দেখিতে শুনিতে পাওয়া

যায়।

এদেশের এই সকল অত্যাচার অবিচার নিবারণার্থ, দেশীয় সংবাদপত্র সম্পাদকেরা আপনারটা খাইয়া পড়িয়া সর্ব্বসাধারণের উপকারের নিমিত্ত, সর্ব্বদা প্রাণ পণে চীৎকার করিয়া থাকেন। তাহাতে অত্যাচার অবিচার প্রভৃতির বিবরণ সকল সদাশয়-রাজপুরুষদিগের কর্ণ গোচর হওয়াতে, সময়ে ২ মহা উপকার সাধিত হইয়া থাকে। এজন্য সংবাদপত্রসম্পাদক সকল, রাজাপ্রজা ও দেশের পরম হিতৈষী ও দেশীয় সর্ব্বসাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপ। আবার সংবাদপত্রসম্পাদক দিগের মধ্যে যিনি যত বিজ্ঞ, সদাশয় ও স্বদেশবৎসল, এবং স্বদেশের শিক্ষা-সৌভাগ্য প্রভৃতির উন্নতি ও অত্যাচার অবিচার প্রভৃতির নিবারণ নিমিত্ত সুবিবেচনা সহকারে সমরিক চেষ্টাবান্, তিনি ত ত রাজা ও প্রজাসাধারণের পরম উপকারী বন্ধু, সন্দেহ নাই।

আমাদিগের সুরেন্দ্র বাবু বাঙ্গালির ছেলে, বাঙ্গালা দেশে তাঁহার বাড়ী। ইনি প্রথমে স্বদেশে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া, পরে বিলাত যান। তথায় সুশিক্ষা লাভ করিয়া সিবিল সার্ব্বিস পরিক্ষায় (১) উত্তীর্ণ হইয়া, পুনরায় স্বদেশে সুভাগমন করেন। ইনি এদেশে আসিয়া প্রথমে জয়েন্ট মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযু হন। তথন ওকোন ও অত্যাচারে অতিশয়বিরক্ত হইয়া, তিনি ঘৃণিতদাসত্ববৃত্তি পরিত্যাগ করেন এবং স্বদেশের ও স্বজাতির সর্ব্ব প্রকার দুঃখদূর ও সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধির নিমিত্ত, নিজের মূল্যবান্ মহাজীবন উৎসর্গ করিয়া, তদুপযোগী নানাসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তিনি স্বদেশের মঙ্গলের নিমিত্ত যে সকল সৎক-

(১) এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে, এদেশে জএন্ট মাজিষ্ট্রেট, মাজিষ্ট্রেট, কালেক্টার ও জিলাজজ প্রভৃতি কাজ সকল পাওয়া যাইতে-পারে না।

র্ম্ম করিতেছেন, তন্মধ্যে তাঁহার লিখিত „বেঙ্গালি” নামক ইং-রাজী খবরের কাগজখানি অতি প্রধান। তাহা অতি বিজ্ঞ-তা ও দক্ষতা সহকারে লিখিত হইয়া থাকে এবং তাহা দুষ্ট ইরাজদিগের নানাপ্রকার অত্যাচার অবিচারের বিষয় সকল প্রকাশিত হয়। স্বদেশের স্বার্থরক্ষার্থে, সর্ব্বদাঅতীব সু-যুক্তি সহকারে নানা বিষয় বেঙ্গোলিতে লিখিতহইয়াথাকে। এজন্য বাঙ্গালির সন্তান, বাঙ্গালি যুবকের শিক্ষাগুরু, ভারত-বর্ষের ও ভারতবাসীর সর্ব্বপ্রকার সুখসৌভাগ্য অভিলাষী পরম রাজভক্ত এবং ভারতবাসীর জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, সদাশয় নিষ্কলঙ্ক বেঙ্গোলি সম্পাদক সুরেন্দ্র নাথ, সকলেরই প্রাণ অপেক্ষা ও প্রিয়তম এবং একান্ত ভালবাসার পাত্র। সেই পরমহিতৈষী প্রাণাধিক প্রিয়তম সুরেন্দ্রনাথ কি অপরাধে হঠাৎ ফাটকে গেলেন, দেশের সর্ব্ব সাধারণ (বালকবৃদ্ধস্ত্রী) সকলেই ঘরে বাহিরে সর্ব্বদা সে বিষয়ের আলোচনা করিবেন ন্যায় অন্যায় বিবেচনা করিবেন বা দুঃখাদি প্রকাশ করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। বরং তেমন না করাই অকৃতজ্ঞতা-রূপ মহাপাপের কার্য্য। কেবল আলোচনা করিয়াই যদি সকলে ক্ষান্ত হন, তবে বলিব যে, দেশীয় দিগের প্রকৃত মনুষ্যত্ব এখন-ওহয় নাই। তাঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সর্ব্বসাধারণে চান্দা দিয়া শক্তিশালী লোকদ্বারা আপীল করাইয়া, যাহাতে প্রাণাধিক সুরেন্দ্র নাথ কারামুক্ত হইতে পারেন, অগ্রে তাহাই করিবেন পরে সুরেন্দ্রের প্রিয়তম ছবি সকলেরই ঘরে২ রাখিবেন এবং সুরেন্দ্রকে কোনও সম্মানিত উপাধিদ্বারা সম্মানিত করিবেন। তেমন না করিলে, আপনারটা খাইয়া পড়িয়া, কাজকর্ম্ম পরি-ত্যাগ করিয়া, স্বদেশের উপকারের নিমিত্ত, সংবাদপত্রেরস-ম্পাদক মহাশয়েরা দিবানিশি চিন্তা করিয়া, নির্যাতনকারীর

সহিত যুঝিতে ও ফাটক পর্য্যন্ত ভোগ করিতে যাইবেন কেন ?

আর পরদুঃখকাতর ভারতরমণী দিগের নিকট আমাদের সবিনয় বক্তব্য এইযে, তাঁহারা চান্দা সংগ্রহ করিয়া সুরেন্দ্রের বর্ষাধিনীস্ত্রীকে একটীস্বর্ণমুকুট উপহার দিয় উৎসাহিত করেন ভারতেস্ত্রীমহিলার অভাব নাই। এটী অতিসুসময় তাঁহাদের উপস্থিত ফ্রান্সেরসহিত জর্ম্মণীর যুদ্ধকালে, মাতা, পলায়মান সন্তানকেযুদ্ধকরি বার নিমিত্ত ধরাইয়া দিয়াস্বদেশবৎসল্যের অসাধারণ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। ভারতবর্ষীয় রমণীগণ মধ্যে পদ্মিনী প্রভৃতি চিরস্মরণীয়। আমাদের বর্ত্তমান মহিলাগণ সুরেন্দ্রনাথের স্ত্রীকে সম্মানিতকরিয়া, সংবাদপত্রসম্পাদকদিগের উৎসাহিত ও অধ্যবসায় সংবর্দ্ধিত করুন

এখন দেখাযাউক প্রিয়তম সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসদণ্ড সম্বন্ধে বিজ্ঞবর সম্পাদকগণ কে কি বলিয়াছেন।

সাধারণী বলেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কারাবন্দী যেরূপ পাপে, যেরূপ অপরাধে, টেলর সাহেবকে দণ্ডিত হইয়াও দণ্ডভোগ করিতে হয় নাই, সেইরূপ পাপে, সেইরূপ অপরাধে, আজি সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছেন। রবার্ট নাইট চট্টগ্রামের ফেন্সুয়া মোকদ্দমার সময় হাইকোর্টের যেরূপ অখ্যাতি ঘোষণা করিয়া অঙ্গ হেলাইয়া বেড়াইয়াছেন, আজি তাহার শতাংশের একাংশ লিখিয়া সুরেন্দ্রনাথ কারাগারে। জাতিভেদ বা বর্ণভেদ ছাড়া, এরূপ বিচার বিভেদের অবশ্যই অন্য কোন কারণ থাকিবে। মোকদ্দমার সমস্ত বিবরণ প্রাপ্ত হইলে, তাহা আমরা অবশ্য আপনারা বুঝিবার, এবং সাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। আপাতত দুঃখের বার্ত্তা ঘোষণা করাই আমাদের কর্ত্তব্য। হাইকোর্টকে অবমাননা করা অপরাধে সুরেন্দ্রনাথের দুইমাস কারাদণ্ড হইয়াছে। সু-

রেন্দ্রনাথ আমাদের স্বদেশী স্বভাষী, স্বদেশ বৎসল, উৎসাহশীল সুবক্তা, সাহসী তিনি শত অপরাধে অপরাধী হইলেও আমার তাঁহার দুঃখে দুঃখীত; হাইকোর্টের ভ্রুকুটিভঙ্গি দেখিয়া এই দুঃখ লুকাইয়া রাখিব না।

অবমাননার আইন, বংশী বটের আটার মত টানিলে অনেকটা বাড়ে। এক সম্প্রদায়ের লোক যাহাতে ঘোরতর অবমাননা মনে করেন, আর এক সম্প্রদায়, হয়ত তাহা বাচালের বাচালতা বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারেন। বিশেষ আদালতের অবমাননার মোকদ্দমায় বিচার বিধির প্রথম সূত্র উপস্থিত হইয়া থাকে। কেন না অবমাননার মোকদ্দমায় বাদীই বিচার করিয়া থাকেন, এমন স্থলে বিচারের দোষগুণ দেখান বড়ই কঠিন ব্যাপার। তাহাতে এখনও হাইকোর্টের বিচার পত্র দেখিতে পাওয়া যায় নাই,—সুতরাং ইহারই মধ্যে বিচারের সমালোচনা করাও বিশেষ যুক্তিসঙ্গত নহে, তবে যে বিচারের জন্য শত সহস্র লোক আজি দুই দিন উর্দ্ধগ্রীব রহিয়াছিল, আজি সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড সংবাদে তাহারা কে কিরূপ বলিতেছে, তাহার কতক কতক প্রকাশ করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

প্রথমে ঘটনার কথা বলা যাউক।

হাইকোর্টের একটী মোকদ্দমায় জজ নরিশ সাহেব মোকর্দ্দমার বিষয়ীভূত বিগ্রহ শালগ্রামশিলা, উভয় পক্ষের সম্মতি ক্রমে হাইকোর্টের বারান্দার আনাইয়া স্বয়ং দর্শন করেন। ২৬শে এপ্রিলের ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়ন লেখেন যে, "জজ নরিস সাহেব গঙ্গায় আগুন লাগাইতে উদ্যত। সনাক্তর জন্য শালগ্রাম আদালতে আনয়ন করা তাঁহার শেষ জবরদস্তির কার্য্য, ইত্যাদি। ২৮ শে এপ্রিলের বেঙ্গলিতে বাবু সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, "এতকাল হাইকোর্টের জজেরা আমাদেরসামজের সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন; অবশ্য তাঁহাদের অনেক সময় ভ্রম হইয়াছে, তাঁহাদের কর্ত্তব্য সাধনে অনেক সময় বিষম ক্রটী হইয়াছে, কিন্তু প্রায়ই কোনরূপ হঠকারিতা জন্য অথবা ভদ্রতা বা শীলতার ক্রটী জন্য তাঁহারা ভ্রমে পতিত হন নাই। যাহা হউক এখন কিন্তু আমাদের এক জন জজ আসিয়াছেন, তাঁহাকে পাইয়া জেফ্রিস্‌স্ক্রগসের সময়ের কথা ঠিক আমাদের মনে না পড়ুক, তিনি যে অল্প সময় হাইকোর্টে আছেন, তাহারই মধ্যে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতেই বুঝা যায়, যে তিনি তাঁহার উচ্চপদের কতদূর অনুপযুক্ত, এবং এই দেশের সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারকের পদের সহিত যে রূপ গৌরব চিরদিন আছে, তিনি সেই গৌরব রক্ষা করিতে তাঁহার স্বভাব দোষে, কতদূব অপারগ। জজনরিস্ সাহেবের কার্য্য কলাপ আমরা মধ্যে মধ্যে এই পত্রে উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু এইবার তাঁহার চূড়ান্ত কীর্ত্তি হইয়াছে, আমাদের জনৈক সহযোগীর অবয়বে ঘটনাটি যেরূপ ভাবে বিবরিত হইয়াছে, তাহা আমরা সাধারণকে লক্ষ্য করিতে বলি। ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়ানের কথা আমাদের বিশ্বাসের অবলম্বন; ঘটনা গুলি নিম্নলিখিত মত তাহাতে লেখা আছে।

ইহার পর ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়নের যে উপপ্রবন্ধের প্রথমাংশ আমরা উপরে দিয়াছি, সেইটি সমস্ত উদ্ধৃত করা আছে। তাহার পর হিন্দুর ঠাকুর আদালতে আনিয়া হিন্দুর মনে কষ্ট দেওয়া যে জজ সাহেবের ভাল কাজ হয় নাই, তৎসম্বন্ধে আরও গুটিকত কথা আছে, এবং গবর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে কিছু একটা করিবার জন্য একরূপ অনুরোধ করা আছে।

বিগত মঙ্গলবারে ইংলিশম্যান ঐ লেখা উদ্ধৃত করিয়া ব-

লেন যে, উহাতে হাইকোর্টের অবমাননা করা হইয়াছে। বুধ-বারে জজ নরিস্ সাহেব বেঙ্গলির স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক সুরেন্দ্র বাবুর উপর, এবং প্রিণ্টার ও প্রকাশক রামকুমার দের উপর আদেশ প্রচার করেন, যে আদালতের অবমাননা অপরাধে, তাঁহাদের যে কেন কারাদণ্ড হইবে না, তাহা তাঁহারা দেখাইতে পারেন ত দেখান।

শুক্রবার মোকদ্দমার দিন ধার্য্য ছিল। রামকুমার আপনার আফিডেবিটে বলেন যে তিনি ইংরাজি ভাষা জানেন না, জানিলেও তাঁহার ছাপা না ছাপার এক্তার কিছু মাত্র নাই, সুরেন্দ্র বাবু যাহা ছাপিতে দিবেন, তিনি তাহা ছাপাইতে বাধ্য। এই কথায়সুরেন্দ্র বাবু সম্পূর্ণ পোষকতা করেন, তিনি বলেন যে, বেঙ্গলির লেখার জন্য তিনিসম্পূর্ণ দায়ী। রামকুমার পরদিন খালাসপাইয়াছেন।

সুরেন্দ্র বাবু আপনার আফিডেবিটে বলেন যে, ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়নের সম্পাদক একজন হাইকোর্টের আটর্নি। সুতরাং তাঁহার কাগজে হাইকোর্টের জজের বিরুদ্ধে লেখা কথা তিনি ঘটনার প্রকৃত বিবরণ বলিয়াই বিশ্বাস করেন। সেই বিশ্বাসে তাঁহার কার্য্য সাধারণের চক্ষু গোচর করান, এবং তাঁহাকে ভর্ৎসিত করান কর্ত্তব্য বোধেই তিনি ঐ লেখা লিখিয়াছেন। পরে তিনি হাইকোর্টের কর্ম্মচারীদের আফিডেবিট পাঠ করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে, ব্রাহ্মপবলিক ওপিনিয়নের লেখা ঠিক সত্য নহে। সুতরাং তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার জন্য অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, এবং তিনি আদালতের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতেছেন। তাঁহারা ভাল মন্দ যাহা করিতে হয় করুন।

হাইকোর্টের সরাসরি মতে সুরেন্দ্রবাবুর কথিত অপরাধের

বিচার করিবার ক্ষমতা নাই; এ আপত্তি আফিডেবিটে ছিল কিন্তু আসামীদের কনসলি বাবু উমেশচন্দ্র বাঁড়ুয্যে সে আপত্তি কেবল পাঠ করিয়াছিলেন মাত্র, তৎসম্বন্ধে কোন হেতুবাদ দেখান নাই, কিছু বলিতে চান নাই, এই মাত্র বলিয়াছিলেন, যখন আসামী আত্মসমর্পণ করিতেছেন, তখন আর খুঁটি নাটি করিয়া তাঁহাদের মনভার করা ভাল নয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বোধ হয় তিনি কিছু বলিতে চান নাই। শুক্রবার মোকদ্দমা মুলতবি থাকে। আসামীদের ৫০০০ টাকা করিয়া জামিনের আদেশ হয়। পাঁচ জন বিচারক ছিলেন, স্বয়ং চীফ জষ্টিস, রমেশ বাবু, ম্যাকডোনাল্ড সাহেব, কনিংহাম সাহেব এবং নরিস সাহেব। সাহেব চারিজনের মতানুসারে শনিবারে সুরেন্দ্রনাথ কারাবদ্ধ হইয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, জষ্টিস মিত্র দণ্ডের পরিমাণ সম্বন্ধে এক মত হন নাই। এইরূপ ঘটনা, অপরাধ এবং বিচার।

বিচারে বাঙ্গলা স্তব্ধ হইয়াছে। বিচারালয় ধর্ম্মের স্থান। দেবতার কার্য্য মনুষ্যে করা বড় সহজ কথা নয়, বড় অল্প গৌরবের কথা নয়। এই গৌরব, অনর্থক নিন্দুকের মলিন ফুৎকারে নষ্ট হইলে, বড়ই দুঃখের বিষয় হয়। সহজে এই গৌরব নষ্ট না হয়,

সেই জন্য আদালতের যে অনর্থ অবমাননা করে, তাহাকে দণ্ড দিবার আইন হইয়াছে। কিন্তু যদি কেহ ভ্রমে পড়িয়া কোন বিচারকের বিরুদ্ধে কোন অসম্ভ্রমের বা অসম্মানের কথা বলেন, এবং পরে আপনার ভ্রম জানিতে পারিয়া অন্তরের সহিত দুঃখপ্রকাশ করিয়া বিচারকের শরণাপন্ন হন, তাঁহাকে কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া কি বিচারের গৌরবরক্ষা করিতে হইবে? সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসে যে হাইকোর্টের গৌরব রক্ষা হইল, আমাদের

বুদ্ধিতে তাহা আসিল না।

ভারতমিহির বলেন,—"যেদিন ইংলিসম্যানে পড়িলাম, বেঙ্গলী পত্রের সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ হাইকোর্টের জজ নরিস সাহেবের বিরুদ্ধে অবজ্ঞা সূচক প্রস্তাব লিখিয়া হাইকোর্টের অবমাননা করিয়াছেন, ইহার উপযুক্ত শাসন হওয়া আবশ্যক, তখনই আমাদের মনে বর্ত্তমান দৃশ্যের ছায়া পতিত হইয়াছিল। আমাদের মনেরসেই উদ্বেগ প্রশমিত হওয়ার পূর্ব্বে পর দিবসের সংবাদ পত্রে দেখিতে পাইলাম, সুরেন্দ্রবাবু ও তাঁহার প্রিণ্টার নামে হাইকোর্টের জজ নরিস সাহেব এই আদেশ প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা শুক্রবার ১১ টার সময় উপস্থিত হইয়া আদালত অবমাননার জন্য কেন কারাগারে যাইবেন না, তাহার কারণ দর্শাইবেন।

এই আদেশ পাঠ করিয়া,আমাদের মন নানা চিন্তায় আন্দোলিত হইতে লাগিল। সুরেন্দ্র বাবুর অপরাধ কি, আমরা তাহার অনুসন্ধান করিলাম। * * * * * * * * * * * *

এতদিনে সাহেবী আন্দোলনের প্রথম ফল ফলিল। ইংরেজ বাঙ্গালির বিদ্বেষ তরুর বিষময় ফল প্রসূত হইল। এসংবাদে সমস্ত ভারতের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিবে। সমস্ত বঙ্গবাসীর হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিবে। আমাদের ভাষা নিস্তব্ধ হইতেছে, লেখনী কম্পীত হইতেছে। ভাষার এমন শক্তি নাই, যাহাতে এ দারুণ মর্ম্মপীড়া প্রকাশ করা যায়। এই পরাধীন পরপদাহত হতভাগ্য জাতির ভাগ্যে আর কত দুঃখ আছে কে বলিবে?

সুরেন্দ্র বাবু যাহা লিখিয়াছিলেন, সংবাদপত্রে এরূপ লেখা বিরল নহে। তার পর যখন তিনি অন্য কাগজে যাহা লিখিয়াছেন, সরলভাবে তাহা বিশ্বাস করিয়া লোকের উপকারের জন্য

লিখিয়াছিলেন, পরে যখন জানিলেন সেই ঘটনা প্রকৃত নহে, নরিস সাহেব জবরদস্তি করিয়া শালগ্রাম বিচারালয়ে আনেন নাই তখন তিনি আবার অকপটে বিচারপতিদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। একজন সম্ভ্রান্ত সম্পাদকের পক্ষে ইহাই কি প্রচুর হইল না? যে হাইকোর্টের উদার বিচার ও দয়ার উপর সমস্ত দেশ বিশ্বাস করে, সেই হাইকোর্টের বিচারাসন এরূপ কঠোর হইলে দেশের লোক কোথায় দাঁড়াইবে?

আমরা আজ এইখানেই নীরব রহিলাম। আমাদের মনের দুঃখ কিছুই বলা হইলনা। আমরা এখনও প্রকৃতিস্থ হইতে পারি নাই, সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসসংবাদে আমাদের মন এখনও উৎক্ষিপ্ত হইতেছে।"

—০:০:০—

সময় বলেন,—"গত মঙ্গলবার "ইংলিসম্যান" পত্র সম্পাদক বেঙ্গলি হইতে একটী প্রবন্ধ তুলিয়া তাহাকে কলিকাতা হাইকোর্টের ঘোরতর অবমাননা সূচক বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরা প্রবন্ধটী একবার, দুইবার, তিনবার পড়িলাম, কিন্তু তখন হাইকোর্টের অবমাননা কিরূপে হইল বুঝিতে পারি নাই। সেই দিবস অপরাহ্নে শুনিলাম যে ইংলিসম্যানের উদ্ধৃত ঐ প্রবন্ধটী লইয়া হাইকোর্টের উপরওয়ালাদিগের মধ্যে কথাবার্তা চলিতেছে। গত বুধবার জজ নরিস সাহেব টিফিন খাইবার পরে বিচারালয়ে আসীন হইয়া বেঙ্গালি কাগজের সম্পাদক ও মুদ্রাকরের নামে (তাহাদিগের ২৮এ এপ্রেল তারিখের বেঙ্গলি কাগজের লিখিত প্রবন্ধ দ্বারা আদালতের অবমাননার নিমিত্ত কেন শাস্তি দেওয়া হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত) হুকুমনামা বাহির করিবার আজ্ঞা দেন। জজ সাহেব বলিয়াছেন।

" ২৮ এ এপ্রেল তারিখের "বেঙ্গলি" কাগজের একটী প্রবন্ধের উপর আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে সে প্রবন্ধটী এই:—"এপর্য্যন্তহাইকোর্টের জজগণ সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন মান্য লাভ করিয়া আসিতে ছিলেন। তাঁহাদের ভুল ভ্রান্তি কখন কখন হইয়া থাকে এবং কখন কখন কর্ত্তব্য সাধন করিতে শোচনীয় রূপে অপারগতা প্রদর্শন করেন। কিন্তু কখন সাধারণ সভ্যতা কিংবা বিজ্ঞতা বহির্ভূত কার্য্য দ্বারা বা হঠকারিতা নিমিত্ত ভ্রান্তি জালে পতিত হন নাই। এখন আমরা এমন একজন জজকে পাইয়াছি যিনি (যদি ও তিনি ঠিক জেফ্রে কিংবা স্কগ দিগের কথা স্মরণ করাইয়া দেননা) হাইকোর্টের বিচারাসনে বসিবার অনতিকাল মধ্যেই এরূপ কার্য্য করিয়াছেন যাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে তিনি তাঁহার উচ্চপদের অনুপযোগী এবং তাঁহার স্বভাব বশতঃ হাইকোর্টের সম্মান রক্ষা করিতে নিতান্ত অক্ষম। আমরা সময়ে সময়ে জজ নরিসের কার্য্যাবলীর আন্দোলন করিয়াছি। কিন্তু এখন একবারে তাঁহার কার্য্যের চূড়ান্ত হইয়াছে এবং আমরা আমাদিগের জনৈক সহযোগী বিবৃত বিষয়ের উপর লোকের মন আকৃষ্ট করিতে সাহস করি—ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়ন আমাদিগের বিজ্ঞাপক এবং তাহাতে এই বৃত্তান্ত আছে "জজ নরিস্‌সাহেব গঙ্গা নদীতে অগ্নি লাগাইতে কৃত সংকল্প হইয়াছেন। জজ বাহাদুর আদালতে শালগ্রাম (প্রস্তর বিগ্রহ) আনাইয়া জবরদস্তির একশেষ করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে হিন্দুদিগের বিগ্রহাদি লইয়া অনেক মোকদ্দমা হইয়াছে কিন্তু কখন ও হিন্দু দেবদেবী আদালতে আনীত হইয়া সম্মানিত হন নাই। আমাদিগের কলিকাতার ডেনিয়েল বিগ্রহটী সন্দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন যে ইহার বয়ক্রম ১০০ বৎসর হইবে না। সুতরাং জজ নরিস্ সাহেব শুদ্ধ আইন ও ঔষধে পারদর্শী এমত নহে—হিন্দু বিগ্রহের একজন পাকা জহুরীও বটে"। "প্রবন্ধটীতে আরও লেখা আছে "যে জজলোকের অন্তভাবের উপর লক্ষ্য করেন না। এবং তাঁহাদের দেবদেবী আনিয়া মনোবেদনা প্রদান করেন। তাহার উপর আমাদের কেমন ভাব হইতে পারে। ভারতবর্ষীয় গমর্ণমেণ্ট কি এরূপ ব্যবহারের কোন খবর লইবেন না?

এই প্রবন্ধে যে বৃত্তান্তটী লেখা আছে তাহা সম্পূর্ণরূপে অশুদ্ধ কেবল

অশুদ্ধ নহে বরং মিথ্যা সর্ব্বতোভাবে মিথ্যা। কোন হিন্দু বিগ্রহকে নিশান দিহি করা অতি আবশ্যক হওয়াতে আমি বিজ্ঞ কাউনসেলদিগকে ও দ্বিভাষী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে ঐরূপ কার্য্য করিলে গোঁড়া হিন্দুদিগের মর্ম্মবেদনা হইবে কি না? আমি বিজ্ঞাপিত হইয়াছিলাম যে হিন্দুদিগের কিছুই কষ্ট হইবে না। বিগ্রহকে কাতার মোজের উপর রাখিতে পারা যাইবে না। কিন্তু বারান্দায় রাখিলে আর ঠাকুরের অবমাননা হইবে না। সম্পাদকের টিপ্পনির উপর আমি কিছুই বলিতে চাহি না। এই পর্য্যন্ত বলিতেছি যে প্রবন্ধদ্বারা হাইকোর্টের ঘোরতর অবমাননা করা হইয়াছে। আমি এই পরওয়ানা বাহির করিলাম যে বেঙ্গলির মুদ্রাকর রামকুমার দেকে ও উহার কর্ত্তা ও সম্পাদক সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুক্রবার বেলা ১১ টার সময় আদালতে হাজির থাকিয়া 'কেন তাহাদিগকে হাইকোর্টের অবমাননার নিমিত্ত প্রেসিডেন্সি জেলে যাইতে হইবে না' তদ্বিষয়ে কারণ দর্শাইতে হইবে।"

বৃহস্পতিবার সুরেন্দ্র বাবুর নামে পরওয়ানা বাহির হয়। তিনি স্বয়ং হাইকোর্টে যাইয়া পরওয়ানা গ্রহণ করেন। এবং শুক্রবার ১১ টার সময় হাইকোর্টের ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হয়েন। ব্রেঞ্চে নরিস, গার্থ, মিত্র কনিংহাম ও মেকডোনালড জজ মহোদয়গণ বসিয়াছিলেন। কোন ইউরোপীয় ব্যারিষ্টার সুরেন্দ্র বাবুর মোকর্দ্দমা লয়েন নাই। ব্যারিষ্টার মনমোহন ঘোষের পীড়া বশতঃ তিনি আসিতে পারে নাই। ব্যারিষ্টার ডবলিউ সি বনর্জি প্রথমে অস্বীকার করেন, পরে অনেক সাধ্য সাধনার পর মোকর্দ্দমা চালাইবার ভার লয়েন। সুরেন্দ্র বাবু এক এফিডেভিট করিয়া বলেন যে, হাইকোর্টের এ বিষয়ে কোন ক্ষমতা নাই এবং নরিস সাহেবের নামে ভ্রম বশতঃ ঐরূপ লেখা তাঁহার অন্যায় হইয়াছে এবং তজ্জন্য তিনি দুঃখিত আছেন ও আদালতের ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। হাইকোর্টের জজেরা সে দিবস কোন রায় না দিয়া ৫,০০০ টাকা জামীন লইয়া ছাড়িয়া দেন। শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশ চন্দ্র দত্ত ও আনন্দ [illegible] বসু তাঁহার জামীন হইয়াছিলেন। পরদিবস (শনিবার) প্রধানতম জজ নিজ রায় প্রকাশ করিয়া বলেন, যে সুরেন্দ্র বাবুর দোষ স্বীকার করা অসম্পূর্ণ হইয়াছে, তাহাতে

তাঁহার দোষ ক্ষালন হইতে পারে না। তাঁহার অবস্থা বিবেচনা করিয়া তিনি (জজ) যেরূপ শাস্তি কার্য্যকর হইতে পারে, তাহা দিতেছেন। কেবল জরিমানায় কোন ফল হইতে পারেনা, তিনি দুই ম্যাসের নিমিত্ত সুরেন্দ্রবাবুকে দেওয়ানি জেলে থাকিবার শাস্তি দিলেন।

চীফজজের রায় প্রকাশের পর জজ বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র স্বতন্ত্র রায় প্রকাশ করিয়া বলেন যে, যখন অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করা হইয়াছে, তখন অপেক্ষাকৃত অনেক লঘুতর দণ্ড হওয়া উচিত ছিল। পূর্ব্বে সুরেন্দ্র বাবুর অপেক্ষা অনেক গুরুতর অপরাধে / এবং অপরাধ বিশেষ রূপে সাব্যস্ত হইবার পর,) কেবল মাত্র দোষ স্বীকার করাতেই ক্ষমা হইয়াছে, বা নাম মাত্র শাস্তি প্রদান করা হইয়াছে। বর্ত্তমান স্থলেও (বিশেষতঃ প্রথমেই দোষ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনার পর , ঐরূপ নাহইবার কোন কারণ নাই। চীফ জজের সঙ্গে অপর তিন জন জজের একমত হওয়ায়, একা রমেশ বাবুর রায় বজায় রহিল না।

মুদ্রাকর রামকুমার দেকে চীফ জজ ছাড়িয়া দিয়াছেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই—মঙ্গলবারে ইংলিস ম্যানে প্রকাশিত হয় যে, সুরেন্দ্র বাবু হাইকোর্টের অবমাননা করিয়াছেন, বুধবারে তাঁহার নামে শমন বাহির হইবার নিমিত্ত অনুমতি হয়, বৃহস্পতিবার তিনি স্বয়ং হাইকোর্টে গিয়া শমন গ্রহণ করেন, শুক্রবারে তাঁহার বিচার হয় এবং শনিবারে হাইকোর্টের রায় প্রকাশিত হয়। হাইকোর্টের এরূপ ক্ষিপ্রকারিতা প্রায় দৃষ্ট হয় না। হাইকোর্টের রায়ের উপর জজ রমেশ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তদতিরিক্ত আমাদের বিশেষ বলিবার কিছুই নাই। তবে অপর কথা এইমাত্র বলি যে (১) যখন এইরূপ আইন-সঙ্গত নিয়ম আছে যে, বাদী প্রতিবাদী আপত্তি না করিলেও কোন বিষয় বিচার কালে আদালতের সেই বিচার করিবার ক্ষমতা আছে কিনা? তাহা আদালতের বিবেচনা করা উচিত; তখন বর্ত্তমান স্থলে ঐরূপ আপত্তি উত্থাপন করা সত্বেও, চীফজজ সেই বিষয়ের কোন বিবেচনা করিলেন না, বা আপত্তি খণ্ডাইতে চেষ্টা করিলেন না, (২) চীফ জজ আশা করিয়াছেন যে (এবং যেরূপ তাঁহার রায়ে প্রকাশ করিয়াছেন), সুরেন্দ্র বাবুর উপর গুরুদণ্ড প্রদান

করা দ্বারা অন্যান্য কোন সম্পাদক আর তাঁহাদের ভ্রম দোষ প্রভৃতি সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে সাহসী হইবেন না, তাহা কখনই পূর্ণ হইবেনা। গবর্ণমেণ্টের অন্যান্য কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের কার্য্যাকার্য্যের নিমিত্ত সাধারণের নিকট যেমন দায়ী, হাইকোর্টের জজেরাও সেইরূপ। এবং দেশীয় সম্পাদকেরা তাঁহাদের কর্ত্তব্যের কখনই ত্রুটি করিবেন না। (৩) হাইকোর্টের এই বিচার দ্বারা সাধারণে অত্যন্ত ব্যথিত ও দুঃখিত হইয়াছেন। সাধারণের উচিত যে এবিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বা পার্লিয়ামেণ্টে আবেদন করেন, বিশেষতঃ যখন হাইকোর্টের উপস্থিত মোকদ্দমা বিচার করিবার জন্য কোন ক্ষমতা ছিলনা এবং তদ্বিষয়ে আপত্তি খণ্ডন করিতে তাঁহারা সাহসী হন নাই এবং একজাতীয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপরাধ অপেক্ষা অনেকাংশে লঘুতর বর্ত্তমান অপরাধে ভয়াবহ গুরুতর দণ্ড প্রদান করিয়াছেন। (৪) সাধারণের সংস্কার এই সুরেন্দ্র বাবুর কৌন্সুলি তাঁহার মোকদ্দমা খারাপ করিয়া দিয়াছেন। ইহা অপেক্ষা (অন্য কৌন্সিলী না পাইলে সুরেন্দ্র বাবু নিজে সওয়াল জবাব করিলে ভাল হইত।

আনন্দ বাজার বলেন।

আমাদের রাজনৈতিক কোন ক্ষমতা নাই। থাকিবার মধ্যে সম্বাদ পত্রের একটু স্বাধীনতা ছিল। এ স্বাধীনতা টুকু এই যে, কোন রাজপুরুষ কোন অন্যায় কার্য্য করিলে আমরা এই সম্বন্ধে সংবাদ পত্রে আমাদের মত প্রকাশ করিতে পারিতাম। কিন্তু সুরেন্দ্র বাবু নরিস্ সাহেবের বিচার সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিলেন, এবং জজেরা তাঁহাকে বিনা বিচারে ধরিয়া ফাটকে দিলেন। সুরেন্দ্র বাবু আইন সঙ্গত কোন অপরাধ করিয়াছেন, জজেরা তাহা বলিলেন। কোন আইন অনুসারে জজেরা তাহাকে দণ্ড করিলেন তাহাও জজেরা তাহাকে বলিলেন। সুরেন্দ্র বাবু বেঙ্গলিতে যাহা লিখিলেন তাহার কোন কোন অংশ অমূলক এবং তিনি এই অমূলক অংশের জন্য জজদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন জজেরা তাঁহার এই ক্ষমা গ্রাহ্য না করিয়া সুরেন্দ্রকে ফাটকে দিলেন। এই মকর্দ্দমা দ্বারা জজেরা তাঁহাদের নূতন একটী ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিলেন। তাঁহারা

খুনি আসামিকে বিনা বিচারে দণ্ড করিতে পারেন না। শাস্তি প্রদান করিতে পারেন না লর্ড মেওর হত্যাকারিকেও জজেরা বিচার করিয়া দণ্ড করেন। কিন্তু সংবাদ পত্রের সম্পাদকদিগকে দণ্ড করিতে হইলে কোন বিচারের প্রয়োজন হইবে না তাঁহাকে ধরিয়া লইযাই দণ্ড করিলে হইল। এবং এরূপ অবস্থায় এদেশে সংবাদ পত্র প্রকাশ করা একরূপ অসম্ভব হইবে।

প্রভাতি।

গার্থ সাহেব সুরেন্দ্র বাবুকে দণ্ড দিবার সময় বলেন যে "তোমার যেরূপ অপরাধ তাহাতে অর্থ দণ্ড প্রচুর নহে। যাহাতে ভবিষ্যতে তুমি ও অন্যে সাবধান হইয়া কার্য্য করে তজ্জন্য বিশেষ দণ্ড বিধান করিতে হইল।" অনেকে বলিতেছেন যে, দেশীয় সংবাদপত্র সমূহকে দমন করিবার জন্য সুরেন্দ্র বাবুকে কঠোর দণ্ড বিধান করা হইয়াছে। এই কার্য্যে দেশীয় সংবাদপত্র সমূহে ভয় পাইবে, তাহা হইলে আর তাহারা কঠিন ভাবে রাজপুরুষদিগের কার্য্যের আলোচনা করিবে না। একথা যদি সত্য হয়, আমরা বলি যে, দেশীয় সংবাদপত্র সকল সরল হৃদয় স্বাধীনভাবে আপনাদিগের কর্ত্তব্য পালনে ত্রুটি করিবে না। তাহারা যখন যে কোন রাজপুরুষের বা অন্য কাহারও দোষ দেখিবে তখনই তাহা সরলভাবে কর্ত্তৃপক্ষীয়ের গোচর করিবে। তাহাতে যদি অসমর্থ হয় তাহা হইলে জানিব ভারতের সুমঙ্গলের দিন এখনও উপস্থিত হয় নাই।

সুরেন্দ্রের কারাবাস আমরা দেশের কল্যাণকর বিবেচনা করিতেছি। ইহা হইতে হাইকোর্টের অধিকার সম্বন্ধীয় প্রশ্নের মীমাংসা হইবে। বিচারকেরা সুরেন্দ্র বাবুর প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে কি না তাহারও বিচার হইবে। ভাই দেশবাসী তোমরা সকলে মিলিত হইয়া এবিষয়ের সুবিচারের চেষ্টাবান হও। সুরেন্দ্র জেলে গেলেন বলিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিও না। দেখিতে দেখিতে দুইমাস চলিয়া যাইবে আবার তাঁহাকে দেশের কল্যাণকর কার্য্যে প্রাণ দিতে আমরা দেখিব কিন্তু বিচারকগণ তাঁহার প্রতি যে ব্যবহার করিলেন, এই সময়ে তাহার মীমাংসার জন্য উদ্যোগী না হইলে সুযোগ চলিয়া যাইবে; অত-

এব এস সকলে এই বিষয়ের জন্য বদ্ধপরিকর হই।

এই সকল কার্য্য আমাদিগের বিদ্বেষী মহাপুরুষদিগেব প্রাণে শেলসম বাজিতেছে। এত দিনের পব বাঙ্গালী আপনার পর চিনিয়াছে, বাঙ্গালী বাঙ্গালীর বিপদে অশ্রু বর্ষণ করিয়া আপনার জাতীয়ত্বের পরিচয় দিতেছে ইহা তাঁহারা সহিতে পারেন না। এজন্য আমরা দেখিতেছি, সুরেন্দ্রের জন্য আমাদিগের যে শোক হইয়াছে, ইংলিসম্যানগণ তাহার মধ্যে রাজনৈতিক ব্যাপার বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন বেঙ্গালী ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিশেষ বিরোধী এই ঘটনা হইতে তাঁহারা তাহা প্রতিপাদন করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইতেছেন। ইংলিসম্যানদিগের ন্যায় আমাদিগের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি নাই। বিপদাপন্ন ভ্রাতার জন্য অশ্রুপাত করিলে যে রাজবিদ্রোহিতা প্রকাশ পায়, ইহা আমাদিগের বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না।

প্রজাবন্ধু।

সুরেন্দ্র বাবু লিখিয়াছিলেন। যে হাইকোর্টের একজন জজ যে রূপ কার্য্য করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে যদিও জেফি ও স্কগসের সঙ্গে তুলনা করা যায় না, তথাপি তাঁহার কার্য্যকলাপে বোধহয় তিনি হাইকোর্টের জজের পূর্ব্বতন গৌরব রক্ষা করিতে অসমর্থ। সুরেন্দ্র বাবুর এই কথা আজ চারিদিন পূর্ব্বে বলিলে ইহার যাথার্থের পক্ষে সন্দেহ থাকিলেও থাকিতে পারিত, কিন্তু এক্ষণে আর সে সন্দেহ নাই।

সহচর।

একটী গুরুতর প্রশ্ন উঠিয়াছে। সংবাদপত্রের লেখকদিগের উপরে আদালত এমত সরাসরি ও অসীম ক্ষমতা চালনা করিবেন কি না? ইহা বিবেচনা করা উচিৎ। আমরা ইংরাজী সম্পাদকদিগের সাহায্য পাইব না, সাহয্য করা দূরে থাকুক তাঁহাদিগের কেহ কেহ মহা আনন্দ প্রকাশ করিয়া এতদ্দেশীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের প্রস্তাব করিতেছেন। আমরা ভারতবর্ষস্থিত ইউরোপীয় ও ইংলণ্ডের লোকদিগের মধ্যে প্রভেদ রেখা বরাবর টানিয়া আসিতেছি। আমাদিগের এসকল লোকের সাহায্যের কোন প্রয়োজন রাখে না। আয়ারলণ্ডের বিচারপতি লসন

ডবলিনের শরিফকে এই প্রকার অপরাধে জেলে দেওয়াতে জজদিগের এই অসীম ক্ষমতার সীমা করিবার জন্য মহাসভায় এক বিল অর্পণ করিবার কথা হয়। এ সম্বন্ধে কমন্সবাটীতে একখানি আবেদন প্রেরণ করা উচিত। অসীম ক্ষমতা কাহারও থাকা উচিত নহে। বিচারপতি হইলে ত কি হইল? অপরাধ হয় দণ্ড দাও; কিন্তু রীতিমত বিচার হউক নবিস সাহেব ফৈরাদি হইয়া বিচারাসনে বসিবেন কেন? সাক্ষির বাক্সে আইস; হলপ করিয়া জবানবন্দি দাও। জেরা সওয়াল সহ্য কর। আমরা বলিয়াছি ও পূনর্ব্বার বলিতেছি যত দিন আদালতের এই ক্ষমতা রহিত না-হইতেছে, ততদিন আমরা সম্মান সহকারে তাহা স্বীকার করিব। আমরা বলিতেছি এক্ষমতা প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদিগের নাই। এবিষয় প্রিবিকৌন্সিলের সম্মুখে আনয়ন করা উচিত।

:::

সাধারণী বলেন, বাবু সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি হাইকোর্টের দণ্ডাজ্ঞায় যদি কিছুই বে-আইনি না হইয়া থাকে, তবে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট নিতান্ত আত্মবিস্মৃত বলিতে হইবে।

৯ আইনে বিধিছিল, যে কোন সংবাদ পত্রের প্রকাশক বা সম্পাদক প্রথম বার কোন গর্হিত কার্য্য করিলে, তাঁহাকে কর্তৃপক্ষেরা গেজেটে ছাপাইয়া সাবধান করিয়া দিবেন, বলিয়া দিবেন, যে, তোমার অমুক প্রবন্ধে এইরূপ অন্যায় হইয়াছে; এরূপ বারদিগর হইলে, আইন অনুসারে তোমাকে দণ্ডিত করা যাইবে। তাহার পর ও কোন সময়ে যদি সম্পাদক বা প্রকাশক আবার সেই রূপ দোষ করেন, তাহা হইলে, তাঁহার নিকট হইতে জামিনের টাকা আদায় হইবে ছাপাবার কল কাঠিরা বিক্রীত হইতে পারিবে। এই আইন আমরা কঠোর বলিয়া ইহাকে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা নষ্ট হইবে বলিয়া ক্রমাগত আর্ত্তনাদ করিয়াছিলাম। ইংরেজ

রাজ্যের আইন কাননের অন্ধি সন্ধি বুঝা আমাদের কর্ম্ম নয় সুতরাং আমাদের ভ্রম হইবারই কথা—কিন্তু ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ও যে আপনার কর্ম্মচারীদের ক্ষমতা জানিতেন না ইহাই আশ্চর্য্য। হাইকোর্টের জজেরা যখন তিন দিন মধ্যে প্রথম অপরাধের জন্য (সুরেন্দ্র বাবুর অপরাধ আমরা তর্কস্থলে স্বীকার করিয়া লিখিতেছি) সম্পাদককে দুইমাস কারাগারে প্রেরণ করিতে পারেন, তখন ৯ আইন লইয়া দুই বৎসর গণ্ডগোল কেন করিলে বাপু?

একথা বলিতে পার না, যে কেবল হাইকোর্টের অবজ্ঞার কথা কাগজে ছাপা হইলেই হাইকোর্ট কারাদণ্ড দিতে পারেন কেননা তাহা হইলে তাহার একটা আইন থাকিত, আর সেই আইনের উল্লেখ ও বিচার পত্রে থাকিত, যদি কোন আইন কানন না দেখাইয়া একবার Contempt আরবার Libel বলিয়া সচরাচর যেরূপ ফৌজদারী আসামীর বিচার হইয়া থাকে, সেরূপ প্রণালী পদ্ধতি অবলম্বন না করিয়া হাইকোর্ট একজন সম্পাদককে কারাগারে পাঠাইতে পারেন, তবে Contempt of Government, Contempt of Police প্রভৃতি কোন কিছু বলিয়া যে কোন সম্পাদককে হাইকোর্ট দণ্ডিত করিতে যে কেন পারিবেন না, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছিনা। আইনে যে আদালত অবজ্ঞা করার কথা আছে, সে আদালতের সম্মুখে অবজ্ঞা করা, তাহার উচ্চতম দণ্ড দুইশত টাকা জরিমানা।

সে কথার মীমাংসাই হয় নাই। বারিষ্টার বাবু মা চাহিলেও স্বয়ং আসামী বারিষ্টার সকল বিষয়ে বক্তৃতা করিতে প্রস্তুত নহেন বলিয়া সময় প্রার্থনা করেন, একদিনও সময় দেওয়া হয় নাই। আসামী ত্রুটি স্বীকার করিয়া আত্মসমর্পণ করেন তথাপি কঠোর দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে। যদি একজন সম্পাদকের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট এইরূপ পারেন তবে অন্য কাহারও অবজ্ঞায় যে কোন সম্পাদককে দণ্ডিত করিতে হাইকোর্ট যে কেন পারিবেন না তাহা আমরা জানি না।

আসল কথা, আমরা বড় গোলেই পড়িয়াছি, কিসে যে কি হইল, বিনা মেঘে এমন বজ্রাঘাত কেন হইল, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতেই

পারিতেছি না। আর কি করিলেই যে ভাল হইবে, তাহাও এখন বেশ পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারিতেছি না। তবে আপাতত বুদ্ধি সাধ্যে যাহা আসিতেছে তাহাই বলা যাইতেছে। প্রথম কথা সুরেন্দ্র নাথের অব্যাহতি। গবর্ণর জেনেরল উত্তর দিয়াছেন, যে এবিষয়ে হস্তার্পণ করিবার তাঁহার সাধ্য নাই। এমন ও আভাস পাওয়া যাইতেছে, যে স্বয়ং মহারাণীরও এ বিষয়ে কোন ক্ষমতা নাই। সুতরাং ওদিক দিয়া কোন রূপ আন্দোলন না করাই বোধ হয় ভাল।

আড্‌বোকেট জেনেরল যদি সার্টিফিকেট দেন, যে হাইকোর্টের আদেশে আইনের ভুল হইয়াছে তাহা হইলে হাইকোর্ট এই মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার করিতে পারিবেন। হাইকোর্টের সনন্দের ২৬ ধারার মর্ম্ম এইরূপ তাহার পর ৪১ ধারায় আছে, যে যদি কোন ব্যক্তি হাইকোর্টের ফৌজদারি বিভাগের কোন হুকুমে ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করেন, তিনি প্রিবিকৌন্সিলে আপীল করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে হাইকোর্টের নিকট হইতে বলাইয়া লওয়া চাই যে তাঁহার মোকদ্দমা আপীলের যোগ্য। অতএব দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, যে হাইকোর্ট যদি ভ্রম করিয়া থাকেন, তাহা হইলে হাইকোর্টের তাহা সংশোধনের ইচ্ছা না থাকিলে আর কেহ তাহা পারেন না। আপনার মত সহজে কোন লোকই ভ্রমাত্মক বলিতে চান না। বিশেষ যাঁহাদের মতে লোকের মুণ্ডদণ্ড হয়, তাঁহাদের মতের গৌরবের কথা ভাবিয়াই, আপনাদের মত প্রায়ই অভ্রান্ত বলিয়া বোধ করেন। তা বলিয়া কি লোক ছানি বিচারের প্রার্থনা করিতেছেনা? ছানি বিচারে কখন মোকদ্দমা ফিরিতেছে না?

সুতরাং এ মোকদ্দমার ছানি বিচারের চেষ্টা করা নিতান্ত অযুক্তিক নহে। কিন্তু ছানি অপেক্ষা আপীলের চেষ্টা করা অধিকতর যুক্তি সিদ্ধ বলিয়াই বোধ হয়। হাইকোর্টের কোনরূপ অবমাননা না করিয়া সচ্ছন্দে বলা যায়, যে যাঁহারা বাদী তাঁহারাই বিচারক না হওয়াই ভাল। দণ্ড বিধির মূল সূত্র রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। যখন বিশেষ সমস্ত দেশের লোক আপীলের জন্য ব্যস্ত তখন এই মোকদ্দমা আপীলের যোগ্য এই কথা কয়টি বলিবার সাহস এবং উদারতা যে হাইকোর্টে নাই এমন আ-

শঙ্কা আমরা এখনই কেন করিব ? ফল কথা আপীলের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

হাইকোর্টের দণ্ডাজ্ঞায় কেবল সুরেন্দ্র নাথের বিপদ নহে, সমস্ত সংবাদ পত্রের মহাবিপদ উপস্থিত। * * * * * * * * * * * * * * * +
সংবাদ পত্রের কর্ত্তব্যতা বিষয়ে চীফজষ্টিস অতি বিষম মত প্রকাশ করিয়াছেন। সুরেন্দ্র বাবু জানিতেন, যে ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়ন হাইকোর্টের জনৈক এটর্ণি সম্পাদিত কাগজ, জানিতেন যে তাঁহার মিথ্যা করিয়া অথবা বিশেষ সতর্ক না হইয়া কাগজে লেখা একরূপ অসম্ভব ; সুতরাং সেই লেখা তিনি সত্য মূলক বলিয়া বিশ্বাস করেন, এবং সেই বিশ্বাসে তিনি আপন পত্রে তীব্রমত প্রকাশ করেন। চীফজষ্টিস বলেন, ইহাতে তাঁহার সম্পাদকীয় কর্ম্মে অপরাধ জনক ত্রুটি হইয়াছে। একথা বড় ভয়ঙ্কর কথা। আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষের অতি প্রধান২ পত্রের সম্পাদক গণের নিত্য কার্য্য এই মতের বিরোধে জাজ্জল্য প্রমাণ। আমরা যতদূর বুঝি, সম্পাদকগণ সাধারণ মত প্রকাশ করিতে বাধ্য ; না করিলে রাজা প্রজা উভয়ের কাছেই তাঁহাদের প্রত্যবায় আছে। সাধারণের মত অনেক সময় ভ্রমাত্মক হয় ; সেই ভ্রমের জন্য কি সম্পাদক দায়ী ? কৈ অন্য দেশে তাঁহারাও দায়ী হন না, তবে এদেশে দণ্ডিত হইবেন কেন ? সমস্ত সংবাদপত্র এই বিষয়ে কি কর্ত্তব্য তাহা স্থির করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

সময় বলেন—দ্বাদশবৎসর পূর্ব্বে যে অপরাধে টেলর সাহেব ও ইংলিসম্যানের তখনকার সম্পাদক, অপরাধী হইয়াও ক্ষমা প্রার্থনা করায় দণ্ডিত হন নাই, ইংলিসম্যান পত্রিকার বর্ত্তমান সম্পাদক, ভারতে প্রধানতম রাজপুরুষ মহারাণীর প্রতিনিধি সম্বন্ধে, অকুণ্ঠিত ভাবে প্রায় প্রতিদিনই যে অপরাধ করিয়াও অক্ষত শরীরে বাঙ্গালীকে গালি দিয়া বেড়াইতেছে, সেই অপরাধে সরল ভাবে ত্রুটি স্বীকার সত্ত্বেও সুরেন্দ্র বাবুর দুইমাস কারাদণ্ড হইয়াছে। এই বিচারে সাত কোটী বঙ্গবাসী স্তব্ধ—সমগ্র ভারত ব্যথিত। বালক, যুবা, বৃদ্ধ, রমণী সকলেরই হৃদয় কাঁপিয়া উঠিয়াছে। আমরা ইংরাজ রাজ্যে বাস করিতেছি কি না, এ বিষয়ে সকলের মনে সন্দেহ হইয়াছে।

সুবিচার ও ন্যায়েরজন্য যে ইংরাজ চিরকাল অহঙ্কর করিয়া থাকে; (এবং প্রকৃত প্রস্তাবে সে অহংকার করিবার তাহদের কতকটা অধিকার আছে যে ইংরাজের ধর্ম্মের দয়া প্রকাশই প্রধান শিক্ষা, সেই ইংরাজ বিচারক চতুষ্টয়, মুক্তকণ্ঠে অপরাধ স্বীকার করত: মার্জ্জনা চাহিলেও সুরেন্দ্রবাবুকে কারাগারে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহাতে অসভ্য, বিধর্ম্মী, দেশীয় জগত অবাক হইয়াছে। সকলেরই মনে আশঙ্কা হইয়াছে যে আর বুঝি আমাদের ধন প্রাণ মান রক্ষা হয় না। ইংরাজ দেশীয় জজের অবমাননা করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেই অব্যাহতি পায়, আর ইংরাজ বিচারকের বিচারের সরল ভাবে প্রতিবাদ করিলে, অপরাধ স্বীকার সত্বেও দেশীয়েরাকঠিন কারাবাস দণ্ড হয় জাতিভেদে বিচারের এরূপ তারতম্যের কারণ বুঝিতে পারিতেছি না বলিয়া সেই আশঙ্কা আমাদের মনে দৃঢ়ীভুত হইতেছে।

সময় বলেন—শনিবার দিন মোকদ্দমারচূড়ান্ত হুকুম হয়। চারিজন ইংরাজ জজের একমত ও জষ্টিস রমেশচন্দ্র মিত্রের ভিন্ন মত হয়। জষ্টিস মিত্র বলেন, যে সুরেন্দ্র বাবু ও রামকুমার দে উভয়েই হাইকোর্টের অবমাননা করিয়াছেন। দণ্ডের বিষয়ে, এই মোকদ্দমায় হাইকোর্টের যে দুইটী নজীর আছে, সেই নজীর অনুসারে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। ঐ দুটী মোকদ্দমাতেই আসামীরা প্রথমে অপরাধ স্বীকার করে নাই, কিন্তু পরে আদালতের আদেশে ক্রুটী স্বীকার করত: ক্ষমা চাহিয়া অব্যাহতি পায়। বর্ত্তমান মোকদ্দমায় আসামীরা প্রথমেই সরল ভাবে দোষ স্বীকার করিয়াছে, উক্ত নজীর অনুসারে আসামিদের অন্য কোন দণ্ড না দিয়া অব্যাহতি দেওয়া কর্ত্তব্য। ইংরাজ জজদিগের মত প্রকাশ করিবার সময় চিফজষ্টিস গার্থ সাহেব বলেন যে"জজ জষ্টিস মিত্র যে নজীরের উল্লেখ করিয়াছেন সে মোকদ্দমার সঙ্গে * বর্ত্তমান মোদ্দমার কোন প্রকার সৌসাদৃশ্য নাই। ইংলণ্ডে অনেক মোকদ্দমায়অপবাদ অপরাধে অপরাধীর কঠিন দণ্ড বিধান হইয়াছে। মার্জ্জনা চাওয়ায়আসমী সুরেন্দ্রের অপরাধের বৃদ্ধি বই হ্রাস হয় নাই। ব্রাহ্ম পবলিক-ওপিনিয়নের কথা বিশেষ তদন্ত না করিয়া সুরেন্দ্রের সত্য বলিয়া গ্রহণ করাউচিত হয় নাই। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে কভেন্যাণ্টেড সিবিস সার্ভিসভুক্ত ছিল, যে ব্যক্তি এখন একজন অনরবি ম্যাজিষ্ট্রেট অকারণে সাধারণ সমক্ষে সেই

ব্যক্তির দ্বারা একজন হাইকোর্টের জজের মান হানি হওয়া অতিশয় শোচনিয় ব্যাপার। আমরা বুঝিতে পারিলাম না যে এমন গুরুতর অপরাদের কথা কিরূপে আসামী সরলভাবে লিখিয়াছেন।”

সময় বলেন—নরিস সাহেবের বুধবারেরাদেশ * পত্রে ও জষ্টিস মিত্রের বিচার পত্রে সুরেন্দ্র বাবুর অপরাধকে আদালতের অবমাননা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, চিফ জষ্টি গার্থের বিচার পত্রে সেই অপরাধকে অপবাদের অপরাধ বলা হইয়াছে। আদালতের গৌরব রক্ষা হইল বটে কিন্তু কোন্ অপরাধে আসমীর দণ্ড হইল তাহা ভাল করিয়া লোকে বুঝিতে পারিল না। অবমাননা' অথবা অপবাদ, অথবা অপবাদদ্বারা অবমাননা কোন্ অপরাধের দণ্ড দিলেন, গার্থসাহেব বিচার পত্রে সে কথা খুলিয়া বলিলেন না যদি অপবাদে অপবাধ হইয়া থাকে তবেসরাসরি বিচার করা হল কেন, যদি অপবাদের বিচার না হইয়াথাকে, তবেসবল ভাবে বেঙ্গলীর প্রস্তাবে লেখাহইয়াছে কি না সেবিষয় মিমাংসা করিতে গার্থ সাহেব কেন চেষ্টা পাইয়াছেন আমরা ত জানিতাম যে দণ্ডবিধি আইনের অপবাদ অপরাধের বিচার করিতে হইলেই সরল ভাবে অপবাদোক্তি সকল বলা বা লেখা হইয়াছে কি না তাহার মিমাংসার আবশ্যক হয়। অপমান অপরাধের বিচারে সে মিমাংসার আবশ্যক হয়না। সরল ভাবেই হউক বা অসরল ভাবের তারতম্য অনুসারে অপমানে ইতর বিশেষ হয় না। সরল ভাবে আদালতের অবমাননা করিলেও অপরাধী দণ্ড হইতে অব্যাহতি পায় না।

যদি আদা লতের অবমাননা অপরাধেই সুরেন্দ্র বাবু অপরাধী হইয়া থাকেন তবে তাঁহায় কারাদণ্ড কিরূপে বিধান হইল। ফৌজদারি কার্য্য-৪৭৮ ধারা অনুসারে আদালতের সমক্ষে আদালতের অপমান করিলে বিচারক অপরাধীর ২০০টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড এবং জরিমানা না দিলে বিনা পরিশ্রমে ১ মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড দিতে পারেন। তবে সুরেন্দ্র বাবুর দুই মাসের কারাবাস কেন হইল

সুতরাং ইহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইল যে হাইকোর্টের সরাসরি মত অবমাননা অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতা নাই। এ কথা উপস্থিত হইয়া

ছিল মিষ্টার বনর্জী সে আপত্তি সম্বন্ধে কোনপ্রকার বাদানুবাদ করেন নাই। কেন করেন নাই আমরা জানিনা সকলেই বলিতেছে ঐ বিশয়ে-- বাদানুবাদ না করিয়া কৌন্সিলি মোয়াক্কেলের প্রতি আপন কর্ত্তব্য পালন করেন নাই । কিন্তু কৌন্সিলিতেঐ বিষয়ে বাদানুবাদ করেন নাই বলিয়া হইকোর্টেব বিচারকেরা কেন উদাসীন রহিলেন। তাঁহারা কে· সেপ্রশ্নের একটা মিমাংসা করিলেন না । ১৮৬৯সালে টেলর সাহেবের বি· বিচারের সময় এই অধিকাব সম্বন্ধীয় তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, সেই তর্কের আজও মীমাংসা হয় নাই ॥ অবমাননা অধরাধে অপরাধীকে কা-রাদণ্ড দিবার ক্ষমতা পুবাতন সুপ্রিকোর্টেব ছিল। কিন্তু ষ্টেটম্যানের স-ম্পাদক স্পষ্টই বুঝাইয়া দিয়াছেন যে হাইকোর্টের সে ক্ষমতা নাই। আ-ইনের কূট তর্কের বিষয় আব বিশেষ কবিয়া কিছু বলিবনা ক্ষমতা থাকুক বা নাই থাকুক এবিষয়ে যখন একটা = + × = + + = + — + + উত্থাপিত হইয়া ছিল তখন তাহাব মিমাংসা করিবা পরে সুরেন্দ্র বাবু দণ্ড দিলে কাহার ও কিছু বলিবাব থাকিতনা। জষ্টিস মিত্রেব বি-চার পত্রের ভাবেও বোধ হয় যে এবিশয়ে কোন লিখিত ব্যবস্থা নাই নজীব অনুসাবে বিচার হওয়া উচিত। ইংলণ্ডে এরূপ অনেক মকদ্দমা হয় গার্থ সাহেব এইমাত্র উল্লেখ কবিয়াছেন, কিন্তু কোন বিশেষ ন-জীরেব কথা বলেন নাই। যখন আইনেরই ঠিক নাই তখন অপরাদ কিরূপে স্থিব হইল আর অপরাধ স্থির হইল॥ দণ্ডই বা কিরূপে হইল? বিচারকের কর্ত্তব্য বিচার নহে, বিচার হইতেছে এ বিশ্বাস যাহতে + + অপরাধী ও সাধারনের মনে হয় তাহাব চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। + এ মকদ্দমায় তাহা হওয়া দূরে থাকুক, অনেকের মনে এরূপ বিশ্বাস যে হাইকোর্টের কার্য্য প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অবিধি হইয়াছে।

গার্থসাহেব হাইকোর্টের গৌবব বজায় রাখিবার জন্য সুরেন্দ্র বাবুর দণ্ডবিধান করিয়াছেন জষ্টিস রমেশ মিত্র, কি গার্থ সাহেব হাইকোর্টের গৌরব রক্ষাকরিয়াছেন সাধারণে বিচারকরুন। হাইকোর্টের মানরক্ষা হউক বা না হউক সুরেন্দ্র বাবুব উপর লোকেরশ্রদ্ধাভক্তি এই ঘটনায় পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

গার্থ সাহেব বলিয়াছেন যে ক্ষমা চাওয়াতে সুরেন্দ্র বাবুব অপরাধ অপ-

রাধ আরও গুরুতর হইয়াছে। চিফজষ্টিস সাহেব কোন বলিয়া ছিলেন যে এইরূপ করিয়াক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। টেলর সাহেবের বিচারের সময়ও তাহাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। টেলর সাহেবের মকদ্দমারতুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে টেলর সাহেবর অপরাধ সুরেন্দ্র বাবুর অপরাধ অপেক্ষা কোন ক্রমে লঘু ছিল না। গার্থসাহেব বলিয়াছেন যে দুই মকদ্দমার কোন সৌসাদৃশ নাই, কাহার কথা মানিব কেন সৌসাদৃশ্য নাই সেকথা চিফজষ্টীস বিচার পত্রে কিছুমাত্র প্রকাশ করেন নাই।

এ মকদ্দমার সঙ্গেনূতন ফৌজদারী কার্য্যবিধির সম্বন্ধে ইংরাজ মহলে যে আন্দোলন হইতেছে, তাহার কোন যোগ আছে কিনা কে বলিবে? বিচার পত্রে সুরেন্দ্র বাবু পূর্ব্বে কভেনান্টেড সিবিল সার্বিস ভুক্ত ছিলেন একপ্রকার উল্লেখ হইয়াছে বলিয়া উভয় ঘটনার যোগ আছে বলিয়া লোকের মনে সন্দেহ হইতে পারে। এই আন্দোলনের সময়ে দেশের লোকের একান্ত প্রিয় স্বদেশ বৎসল সুরেন্দ্র বাবু কে ত্রুটী স্বীকার করিলেও কারাদণ্ড করা যে হাইকোর্ট আবশ্যক মনে করিযাছিলেন, ইহা অতীব দুঃখের বিষয়। ইহাতে ইংরাজ ও দেশীয় দিগের মধ্যে অসদ্ভাব বৃদ্ধি বই হ্রাস হইবে না।

সংবাদ পত্রে সম্পাদক মহাশয়েরাও হাইকোর্টবে নূতন বিচার নিবিষ্ট চিত্তে বিবেচনা করুন। কোন সংবাদপত্রের সম্পাদক অন্য সংবাদ পত্রের উপর বিশ্বাস করিয়া আর কোন কথা উদ্ধৃত করিতে হইলে সে কথার যথার্থ্য আপনাকে বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে সে কথার সত্যাসত্যের জন্য তিনি সম্পুর্ণ দায়ী। এরূপ ভাবে কয়দিন কোন সংবাদ পত্র চলিতে পারে সংবাদ পত্রের সম্পাদক মহাশয়েরা সে বিষয়ের উত্তর দিবেন।

সুরেন্দ্র বাবুর বিপদে আমরা অতিশয় দুঃখিত। হাইকোর্টের ভয়ে সে কথা বলিতে আমরা সঙ্কুচিত হইবনা। সুরেন্দ্র বাবু আমাদের হৃদয়ের সহানুভূতি গ্রহণ করুন হাইকোর্টে যাহা বলুন আমাদের বিশ্বাস যে × তিনি সরলভাবে উল্লিখিত প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। ভ্রম জানিতে পারিয়া

আমরা আরও দেখাইব যে সুরেন্দ্র বাবুকে মিথ্যাপবাদ কারি স্বীকার করিলেও তাহার নামে আইন অনুসারে আদালত * * * * অমান্য (Contompt of court) অভিযোগ আসিতে পারে না। পিনাল-কোডের দশম অধ্যায়ে এবং ২২৮ ধারায় কেবল এই অপরাধের কথা উল্লেখ আছে। ইহা হইতে যেরূপ বুঝায়, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয়, আদালতের হুকুম অগ্রাহ্য বা তাচ্ছীল্য করিলেই আদালত অমান্য করাইল। অন্য কোন কারণে আদালত অগ্রাহ্য করা হয় না। বোধ হয় দণ্ডবিধির ২২৮ ধারা মতেই এ মোকদ্দমা হইয়া থাকিবে। উপসংহারে আর একটী কথা বলিব,—আদালতের ভিতর জজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কোন অপমানের কথা বলিলে অপরাধীর ২০০৲ টাকার অধিক জরিমানা হয় না, কিন্তু আদালতের বাহিরে সে অপবাদ করিলে কোন অদ্ভুত আইনের বলে তাহাতে দুই মাস কারাদণ্ড হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিলাম না। আরও বুঝিলাম না- দণ্ডবিধি আইনের ৪৯৯ ধারার ২য় ৩য়, ৪র্থ এবং বর্জ্জিত কথায় সরকারী কর্ম্মচারির বিরুদ্ধে অপবাদের কথা উল্লেখ আছে, তবে এ অপরাধ ৪৪৯ ধারার অপরাধ বলিয়া কেন গণ্য হইল না? এই সকল বিষয় স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া আমরা ঠিক্ করিতে পারিলামনা, সুরেন্দ্র বাবু কোন্ অপরাধে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইলেন?

সুলভ সমাচার বলেন,—হাইকোর্ট।—বিচারপতি মাননীয় সার রিচার্ড গার্থ, রমেশচন্দ্র মিত্র, কানিংহাম, ম্যাকডোনেল এবং নরিস সাহেব।

আমরা দুঃখের সহিত পাঠকগণকে জানাইতেছি, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় হাইকোর্টের অবজ্ঞা করিবার মকদ্দমায় বিগত শনিবারে ২ মাসের জন্য দাওয়ানী জেলে কারাবদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার নামে মকদ্দমার কারণ আমরা আমাদের কাগজে সংক্ষেপে জানাইয়াছিলাম।

একখানি এদেশীয় ইংরাজী কাগজে লেখে বিচারপতি নরিশ গঙ্গানদী-তে আগুন লাগাইবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন। একটি শালগ্রাম শিলা-কে চিনিবার জন্য আদালতে আনা তাঁহার শেষ জবরদস্তি। * * হিন্দু-গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে ইহার পূর্ব্বে আর কখন কেহ আদালতে টানা-হেচড়া করে নাই। আমাদের কলিকালের ডানিয়েল দেবতাকে দেখিলেন আর বলিলেন ইহা এক শত বৎসরের নহে। বিচারপতি নরিস সাহেব যে কেবল আইন এবং ঔষধ ভাল জানেন তাহা নহে, তিনি হিন্দু দেবতা-দিগেরও একজন পরীক্ষক। তিনি যে কি নহেন বলা কঠিন। এই যুবা এবং অপরিপক্ক বিচারকর্ত্তার অসাসিত চিত্তবিক্ষেপকে শান্ত করিবার জন্য সাধারণ হইতে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়াছে।

ঐ কথাগুলি অবলম্বন করিয়া সুরেন্দ্র বাবু বেঙ্গলি পত্রিকায় লেখেন যাহা হউক, আমাদের মধ্যে একজন বিচারপতি উপস্থিত যিনি বিচারপতি জেফ্রিস এবং স্ক্রগসের কাল স্মরণ করিয়া না দিন, কিন্তু যে অল্প কাল হাইকোর্টের আসনে বসিয়াছেন তাহাতে দেখাইয়াছেন তিনি তাঁহার উচ্চ আসনের কি প্রকার অনুপযুক্ত এবং দেশের প্রধানতম আদলতের বিচার-পতির পদের সঙ্গে যে সকল সম্ভ্রম সংযুক্ত তাহা রক্ষা করিতে তিনি কেমন স্বভাবতঃ অযোগ্য। আমাদের কাগজে আমরা সময়ে সময়ে বিচারপতি নরিসের কার্য্য সকলের উল্লেখ করিয়াছি ; কিন্তু তিনি চূড়ান্ত করিয়াছেন; এই স্থলে সুরেন্দ্র বাবু শালগ্রাম শিলা সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত কাগজ হইতে অনু-বাদ করিয়াছি তাহা সমস্ত তুলিয়া দিয়াছেন। পরে লিখিয়াছেন—যে বি-চারপতি এদেশীয় লোকদিগের ভাব সম্বন্ধে এতদূর অনভিজ্ঞ এবং তাহা-দিগের প্রিয় বিশ্বাস সম্বন্ধে এতদূর অমর্য্যাদা দেখাইতে পারেন যে, ব্রাহ্ম-ণেরা শুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মের বিধি অনুসারে তবে যে পূজার বস্তুর নিকট যাইতে পান তাহাকে তিনি আদালতে টানিয়া আনিলেন ও পরীক্ষা করিলেন, সেই বিচারপতির বিষয়ে আমরা কি ভাবিব? ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট চির-দিন অতীব যত্নের বিষয় হইয়াছে। আমরা একজন বিচারপতি দেখিতেছি যিনি ধর্ম্মের নামে এই সকল ভাবকে তুচ্ছ করিতেছেন, এবং ধার্ম্মিক হিন্দু-গণের মতে যাহা মহপাতক তাহা করিতেছেন। আমরা যে ঘটনাগুলি

বলিলাম আমরা তাহার প্রতি গবর্ণমেণ্টের মনযোগে আকর্ষণ করিতেছি। আমাদের কোন সন্দেহ নাই যে এই বিচারপতির চরিত্রের উপযুক্ত সংবাদ লওয়া হইবে।"

নরিশ সাহেব বলেন,—"একটী হিন্দু দেবতাকে চেনা আবশ্যক হয়। আমি বারিষ্টারদিগকে এবং আদালতের ইণ্টাপ্রে'টর বাবু বেনিমাধব মুখপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করি যদি তাহা আদালতে আনা হয় তবে দৃঢ়বিশ্বাসী হিন্দুদিগের মনে আঘাত লাগিবে কি না। তাঁহারা বলেন লাগিবে না, তবে মাহুব পাতা আদালতে না আনিয়া তাঁহারা তাহা বারাণ্ডায় আনিতে পরামর্শ দেন।*** আমার যতদূর ক্ষমতা এবং বিবেচনা আমি তদনুসারে উপযুক্ত লোকের পরামর্শ লইয়া ছিলাম, এবং যে ব্রাহ্মন ইণ্টপ্রে'টরকে দেশের লোকে অত্যন্ত সম্মান করেন আমি তাঁহারও পরামর্শ গ্রহণ করি।"

সুরেন্দ্র বাবু বিচারপতি নরিশের উপরি উক্ত কথাতে তাঁহার দোষ স্বীকার করেন। তিনি বলেন "যে আমি দেশীয় এক ইংরাজী কাগজে যে বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম তাহা সরল ভাবে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলাম, এবং আমি যাহা লিখি তাহা সেই বিশ্বাসে এবং সাধারণের প্রতি কর্ত্তব্য বোধেই লিখিয়াছিলাম যে, উক্ত মাননীয় জন শ্রীমান নরিশের চরিত্রে যে দোষারোপ হইয়াছে তাহা সাধারণের গোচর হইবে এবং তাহা ভর্ৎসিত হইবে। আমি তাঁহার প্রতি অনিচ্ছাপূর্ব্বক যে অযথা কলঙ্ক আনয়নে চেষ্টা করিয়াছি তজ্জন্য আমি অতীব গভীর দুঃখ প্রকাশ করিতেছি, এবং এই মাননীয় আদালতের হস্তে আমি আপনাকে সর্ব্বতোভাবে সমর্পণ করিতেছি।*** আর এই মাননীয় আদালতের সদয় এবং অনুগ্রহপূর্ব্বক বিবেচনার আমি অধীন হইতেছি।" সুরেন্দ্র বাবু হলফান জবানবন্দীতে শেষ বলেন যে"আমি পরামর্শ পাইয়াছি যে এই মাননীয় আদালতের আমার এবং আমার পত্রিকা প্রকাশক রামকুমার দের প্রতি এখানে আসিবার আজ্ঞা প্রচার কিম্বা আমাদিগকে হঠাৎ বিচার করিবার অধিকার নাই; কিন্তু আমি এরূপ পরামর্শও প্রাপ্ত হইয়াছি যে ইহা অতি গুরুতর প্রশ্ন। আর আমি জানি যে ইহা সধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় বিষয়

এবং ইহাও সিদ্ধান্তকরিতে অনেক সময় এবং মনোযোগ লাগিবে।

প্রধান বিচারপতি গার্থ সাহেব বিচার।—"বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তুমি কোন কাগজে লিখিত বৃত্তান্তের উপর নির্ভর করিয়া, তাহার সত্যাসত্য বিষয়ে কোন সংবাদ না লইয়া, এ বিষয়ের অবস্থা সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান না করিয়া, বিচারপতির চরিত্রের উপরে বিবেচনা শূন্য হইয়া মত প্রকাশ করিয়াছ। তুমি যে গালাগালি দিয়াছ তাহার কোন সামান্য কারণও নাই। × কাহার পক্ষে এ প্রকার বলা অসম্ভব যে বিচারপতি নরিস সাহেব আদালতে ঠাকুর আনা সম্বন্ধে কর্ত্তব্য জানিবার জন্য সাধ্যমত যত্ন করেন নাই, এবং যে তাহা উপযুক্ত এবং রীতিমত সম্মানের সহিত আনিতে ব্যবস্থা করেন নাই। আর তুমি যেমন স্বীকার করিয়া বলিতেছ তোমার দোষারূপ সকল সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং অকারণ, এবং তজ্জন্য তুমি কোন অনুসন্ধান কর নাই; অথচ সেই সঙ্গে সঙ্গে এখন বলিতে চাহিতেছ যে সে সমস্ত তুমি সম্পূর্ণ সরল বিশ্বাসের সহিত এবং সাধারণের উপকারার্থে করিয়াছ। অধিকন্তু তুমি সেই কাগজ হইতে তোমার হলফান জবানবন্দীতে আর একটী বিষয় তুলিয়াছ, তাহার সহিত বর্ত্তমান বিষয়ের কোন যোগ নাই অথচ তাহাদ্বারা বিচারপতি নরিসের বিরুদ্ধে বলাই অভিপ্রায় তাহাই প্রতীয়মান হয়। তোমার হলফান জবানবন্দীর এই সকল বিষয় এই আদালতের কাছে তোমার অপরাধ লঘু না করিয়া তাহা বৃদ্ধিই করিতেছে। বিচারপতিগণ বুঝিতে পারিতেছেন না যে এ প্রকার কুৎসিত অপবাদ তোমার কাগজে কিরূপে সরল বিশ্বাসের সহিত প্রকাশ সম্ভব হইতে পারে। তোমার ব্যারিষ্টর বলিয়াছেন যে তোমার হলফান জবানবন্দী অতি তাড়াতাড়ি এবং মনোযোগ না দিয়া প্রস্তুত হয়, তজ্জন্য আদালত কিছু বিবেচনা করিতে ইচ্ছুক; কিন্তু এ কারণে তোমার অপরাধের লঘুতা তাঁহারা মনে করিতে পারেন না। আমরা অনুভব করিতেছি যে আদালতে অধিকার সমর্থন ও রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে, এবং যে গভীর অপরাধ তুমি করিয়াছ তাহা পুনর্ব্বার না হয় এই জন্য আমরা অর্থদণ্ড করিব না, কেননা তাহা তোমার পক্ষে নাম মাত্র দণ্ড হইবে কিন্তু আমরা এমন গুরুদণ্ড দিব যে তোমাকে এবং অন্য অনুলো-

ককে তাহা সতর্ক করিবে। আদালত তোমাকে প্রেসিডন্সি জেলের দেও-য়ানী বিভাগে দুই মাসের জন্য কারাবাসের হুকুম দিতেছে।"

বিচারপতি মাননীয় রমেশ মিত্র এই বিচারের সহিত না মিলিয়া তিনি রায় দিয়াছেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের আদালতকে অবজ্ঞা করিবার যে অপরাধ হইয়াছে তাহাতে আমি মত দি। এই আদালত স্থাপনাবধি এ প্রকার দুইটি মকদ্দমা হইয়াছে, একটীর বিষয় হাইডের বিবরণে লি-খিত আছে অন্যটী টেবল সাহেবের প্রসিদ্ধ মকদ্দমা দুই বারই প্রতিবা-দিদিগকে উপযুক্ত ক্ষমা চাহিতে বলেন তাহা করাতে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়াহয় টেলরসাহেবের ৫০০ টাকা জরিমানা হয় এবং কারাবাস হয়। কিন্তু তখনকার প্রধান বিচারপতি সার বার্ণেস পিকক তাঁহাকে বলেন তুমি উপযুক্ত ক্ষমা চাহিলে মুক্তি পাইবে কারাগার হইতে তিনি উপযুক্ত ক্ষমা চাহেন এবং তাহাকে + + ‡ + + + + + + + ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের উপর শাস্তি প্রদান সম্বন্ধে ও দুইটি মকদ্দমা ধরিয়া চলা উচিত। টেলার সাহেবের অপরাধ সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়ের অপেক্ষা কোন মতে লঘু নহে। অতএব ঐ দুইটী মক-দ্দমাতে যেরূপ করা হইয়াছিল এই মকদ্দমার শাস্তি সম্বন্ধে আমি তাহাই করিতে ইচ্ছুক।

আমরা পাঠকগণকে এবারে মকদ্দমার সার বৃত্তান্ত জানাইলাম। স্থানা-ভাবে আমাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আগামী বারে তাহা জানাইবার ইচ্ছা রহিল।

+

°' বঙ্গবাসী বলেন,—কি দোষে সুরেন্দ্র বাবুর দুইমাসের জেল হইল? গার্থ সাহেব তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন যে, সুরেন্দ্রবাবু আফিডেভিটে তাঁ-হার দোষ স্বীকার করিয়াছেন। সেই অনুসারে তাঁহাকে আদালত অমান্য অপরাধে দণ্ড দেওয়া হইল, কিন্তু তিনি যে কি অপরাধে কতদূর দোষী, তাহা আদৌ বিচার করা হইলনা। আমাদের প্রথম কথা এই যে, তিনি

এই মাত্র বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্ম-পবলিক ওপিনিয়নের লিখিত ঘটনা বিশ্বাস করিয়া সদভিপ্রায়ে এবং সাধারণের উপকারের জন্য তাহার মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত ব্রাহ্ম পবলিক-ওপিনিয়নের কথা কোন২ অংশ অসত্য জানিতে পারিয়া তিনি দুঃখিত হইয়া তাহার ক্ষমা চাহিয়াছিলেন এই মাত্র। যদি তিনি দোষই স্বীকার করিবেন তবে তাহার মোকদ্দমা এ আদালতের যোগ্য নহে এআপত্তি করিয়াছিলেন কেন? অথবা তাহা হইলে সদাভিপ্রায়ে লিখিয়া ছিলেন একথা বলিলেন কেন? অথবা তাহা হইলে Good faith বা সদভিপ্রায়ে লিখিয়া ছিলেন একথা বলিলেন কেন? কিম্বা কোন ভাল কৌন্সলি তাহার মোকদ্দমা লইতে স্বীকার করেন নাই বলিয়া সময়চা- * * * * * * * * হিয়াছিলেন কেন? আমাদের বিশ্বাস যে সুরেন্দ্রবাবু ব্রাহ্ম-পবলিক ওপিনিয়নের যেসকল কথা বিশ্বাস করিয়া লিখিয়াছিলেন তাহার কোন২ অংশ ভ্রমাত্মক বলিয়া বুঝিয়া তাহার উপর তাহার মতামত দেওয়া অন্যায় করিয়াছেন বিবেচনায় ক্ষমা চাহিয়াছিলেন তিনি তাহার দোষ স্পষ্ট স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক সুরেন্দ্রবাবুর অপরাধ কি? গার্থ সাহেব তাঁহার রায়ের এক স্থানে বলিয়াছেন, "The judges are at a loos to understand how a libel so gross could possibly have been inserted in your paper"—অর্থাৎ জজেরা বুঝিতে পারিলেন না, কিরূপে তোমার সংবাদপত্রে এরূপ মিথ্যাপবাদ প্রকাশিত হইল। তিনি আর একস্থলে সুরেন্দ্র নারায়ণ বাবুকে লাইবেল আইন সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য নিন্দা করিয়াছেন। অতএব প্রথমতঃ দেখা যাউক সুরেন্দ্র বাবু আদৌ মিথ্যাপবাদ দোষে দোষী কিনা? মিথ্যাপবাদের কথা ইণ্ডিয়ান পিনালকোডে ৪৯৯ ধারায় লিখিত হইয়াছে। উক্ত ধারার দ্বিতীয় বর্জ্জিত কথায় (Second exception) লিখিত আছে যে, It is not defamation to express in good faith any opinion whatever respecting the conduct of a public servant in the discharge of his public functions as respecting his character so far as his character appears in that

connuct and no further.' অর্থাৎ সদভিপ্রায়ে কোন গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর কার্য্য এবং সেই কার্য্য সম্বন্ধে তাহার চরিত্র সম্পর্কীয় কোন মতামত প্রকাশ করিলে মিথ্যাপবাদ হয় না। এই বিধি সম্বন্ধে মেন সাহেব তাঁহার পিনালকোর্টের টীকায় লিখিয়াছেন যে, Under this case however any language which rested upon inferences drawn from public acts would be previledge. অর্থাৎ এই ধারানুসারে সহকারী কর্ম্মচারীর কার্য্য সম্বন্ধে যেরূপই সমালোচনা করা হউক না কেন, তাহাতে দোষ হয় না। অতএব সুরেন্দ্র বাবু ব্রাহ্মপবলিক ওপিনিয়নের কথা উল্লেখ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে নরিস সাহেবের কার্য্য সম্বন্ধে যে কোন মত প্রকাশ করিয়াছেন—এবং নরিস সাহেবের ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে যেসকল কথা বলিয়াছেন, তাহা যদিও গার্থ সাহেব তাঁহার রায়ে অত্যন্ত দূষণীয় বলিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় আইনানুসারে তাহাতে মিথ্যাপবাদ দোষ হয় না।

আর একটী বিষয় দেখিতে হইবে। ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়নের লিখিত ঘটনা উল্লেখ করিয়া তাহার উপর মতামত প্রকাশ করায় সুরেন্দ্র বাবুর কোন দোষ হইয়াছে কিনা? প্রথমতঃ যদি এ ঘটনাটী মিথ্যাও হয়, তাহা হইলেও যখন লেখা হইয়াছে, তখন আইন মতে দোষ হয় নাই। কিন্তু গার্থ সাহেব বলিয়াছেন, যখন ব্রাহ্ম-পাবলিক ওপিনিয়নের লিখিত ঘটনা সত্যাসত্য অনুমত দেওয়া হইয়াছে, তখন বিশ্বাস করতঃ তাহার উপর মতামত দেওয়া হইয়াছে তখন তাহা কখনই সদভিপ্রায়ে করা হয় নাই। আমরা কিন্তু একথাটিবুঝিতে পারিলাম না। সংবাদপত্রে লিখিত এরূপ ঘটনা সম্পাদকগণ মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস করার রীতি আছে, নচেৎ সংবাদপত্র চলে না। বিশেষতঃ বরাবর এই প্রচলিত রীতি, আইন সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা উচিত। যখন প্রত্যেক সংবাদপত্র-সম্পাদক স্পষ্টাক্ষরে অন্য সংবাদপত্রের লিখিত সত্য বিশ্বাস করিয়া তাহার উপর মতামত প্রকাশ করা রীতি আছে স্বীকার করেন, তখন সকলেই যে অসদভিপ্রায়ে একাজ করেন, একথা কেমন করিয়া বলিব? যদি বিবেচনার সহিত (Withdue care) কোন কাজ করা যায় তাহাকে অসদভিপ্রায়েই কার্য্য করা বলে।

আরও দেখুন, ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়নের সম্পাদক হাইকোর্টের একজন মান্যগণ্য এটর্ণি হাইকোর্টের মোকদ্দমার বিষয় তাঁহারা জানিবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। আরও এক কথা, ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়ন যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহায়ও ২।৩ দিন কেহ প্রতিবাদ করে নাই। সুতরাং এমন স্থলে সুরেন্দ্রবাবুর সদভিপ্রায়ে বিশ্বাস করা কি অন্যায় হইয়াছে? যেসকল কমিশনারগণ প্রথমে পিনালকোড বিরচনা করেন, তাঁহারা ঐ ৪৯৯ধা-রার (good faith) সদভিপ্রায় সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন—"If a person were to publish that a Collector was in the habit of receiving bribes from the zamindars of his district anb were unable to specify a single case or to give any authority for his asserrtion. the court probably be of opinion that the imputation has not been mabe in good faith, সুতরাং যখন সুরেন্দ্রবাবু তাঁহার মতামত প্রকাশ করিতে গিয়া স্পষ্টাক্ষরে—"and the Brahmo-Public-Opinion is our authority" বলিয়াছেন, তখন কেমন করিয়া বলিব কোন্ আইনানুসারে তাঁহার সদভিপ্রায় ছিল না?

এস্থলে আমরা ব্রাহ্ম পবলিক ওপিনিয়ানের লিখিত ঘটনা মিথ্যা স্বীকার করিয়া উপরোক্ত কথাগুলি বলিলাম। গার্থ সাহেবের রায়ে প্রকৃত ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ পাইয়াছি। শালগ্রাম ঠাকুর সনাক্তের জন্য যে আদালতে আনীত হইয়াছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। হাইকোর্টের বা সুপ্রীম কোর্টে ঠাকুর আনায় ইহা গার্থ কি নরিস সাহেব কেহই অস্বীকার করেন নাই। নরিস যে ঠাকুরকে কাছে আনিয়া তাহা দেখিয়াছিলেন, তাহাও রায়ে প্রকাশ আছে, সুতরাং আমরা গার্থ সাহেবের সহিত কোন মুখে বলিব যে—That the account in the Brahmo Public Opinion was totally without fonndation. গার্থ সাহেব তাঁহার রায়ে আরও বলিয়াছেন, যখন শালগ্রাম আনিবার হুকুম প্রার্থনা করা হয়, তখন নরিশ সাহেব সহসা হুকুম দেন নাই। কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন, ইহাতে হিন্দুর আপত্তি থাকিতে পারে। বেশ কথা! কিন্তু এসকল বুঝিয়া নরীশ কি করিলেন। উভয় পক্ষের এটর্ণি, ইণ্টারপ্রেটার এবং গৌরীকান্ত